দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

059

শিক্ষাঙ্গন

স্কুলের বেতন বৈষম্য

সরকারী-বেসরকারী হাই স্কুলগুলোতে ছাত্র বেতনের বৈষম্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা-সমালোচনা কম হয়নি এবং এ ব্যাপার নিয়ে লেখা-লেখিও কম হয়নি। কিন্তু এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট হলে এতদিনে স্কুলে ছাত্র বেতন বৈষম্য সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হোত বলে আমরা মনে করি। এ সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠেছে। এখনো তা সামাধানের জন্য দৃষ্টি দেয়া না হলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর বেতন আদায় করা সম্ভব না বরং অভিভাবক মহলও তাঁদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।

পাঠ্য বই, কাগজ, কলম, পেন্সিলসহ নানা ধরনের চাঁদা প্রভৃতি বাবদ একজন ছাত্র-ছাত্রীর পেছনে বছরে মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়। স্কুল ড্রেস, খাতাপত্র সব কিছুই অতি প্রয়োজনীয়। টিফিন খরচও অপরিহার্য। এভাবে স্কুল বেতন-ফী শিক্ষা সামগ্রীর মোটা অংকের অর্থ বহন করতে গিয়ে অনেক অভিভাবকেরই আর্থিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গচুর হয়ে যায়। তাদের পক্ষে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড— এ নীতিবাক্যের অনুসরণ করার ক্ষমতা কোথায়? এমতাবস্থায় বছর-বছর স্কুলে ছাত্র-বেতন বৃদ্ধির প্রতিযোগিতামূলক প্রবণতা দেখে তারা বিচলিত। এ পরিস্থিতি শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করার পথে বড় রকমের প্রতিবন্ধকতা। এ সত্য স্বীকার করে নিয়ে এ সমস্যার দ্রুত সমাধান বের করা অপরিহার্য। ছাত্র ভর্তি সমস্যা হতে আরম্ভ করে একটি শিক্ষাবর্ষ শেষ করা পর্যন্ত একজন স্কুল ছাত্র-ছাত্রীকে যেসব আর্থিক সমস্যার স্বীকার হতে হয় তা উপরোক্ত আলোচনা হতে সহজেই অনুভব করা যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, স্কুলে ছাত্রীদের এ সব সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষ্যণই আজ পর্যন্ত দেখা যায় না। বরং সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোটকথা স্কুলের ছাত্র বেতন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। সরকারী বেসরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে বৈষম্য দূর করার ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

—মোজহারুল হক